بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো কাবাবীরের আহমদী নারীগণ

"মানুষের কাছে আহমদী নারীদের এমনভাবে পরিচিত হওয়া উচিত যাদের কাজ-কর্ম, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, কথা এবং সামাজিকতা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বোচ্চ মানের হয়ে থাকে।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৬ জুন ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কাবাবীর, হাইফা-র নারী সদস্যাদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় সভাপতিত্ব করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর লাজনা (আহমদী নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যাগণ কাবাবীরের মাহমুদ মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

সংক্ষিপ্ত কিছু পরিবেশনার পর কাবাবীরের নারীগণ হুযূর আকদাসকে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে মধ্যপ্রাচ্যে বাস করার সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করা সম্পর্কে হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীদের দায়িত্ব সর্তকতা এবং প্রজ্ঞার সাথে চলা। উপরন্তু, এটি তাদের দায়িত্ব, তারা যেন বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামের মহৎ ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেন; যেন অমুসলিমদের মন থেকে যেকোনো ধরনের ভ্রান্ত ধারণা বা শঙ্কা দূরীভূত হয়।

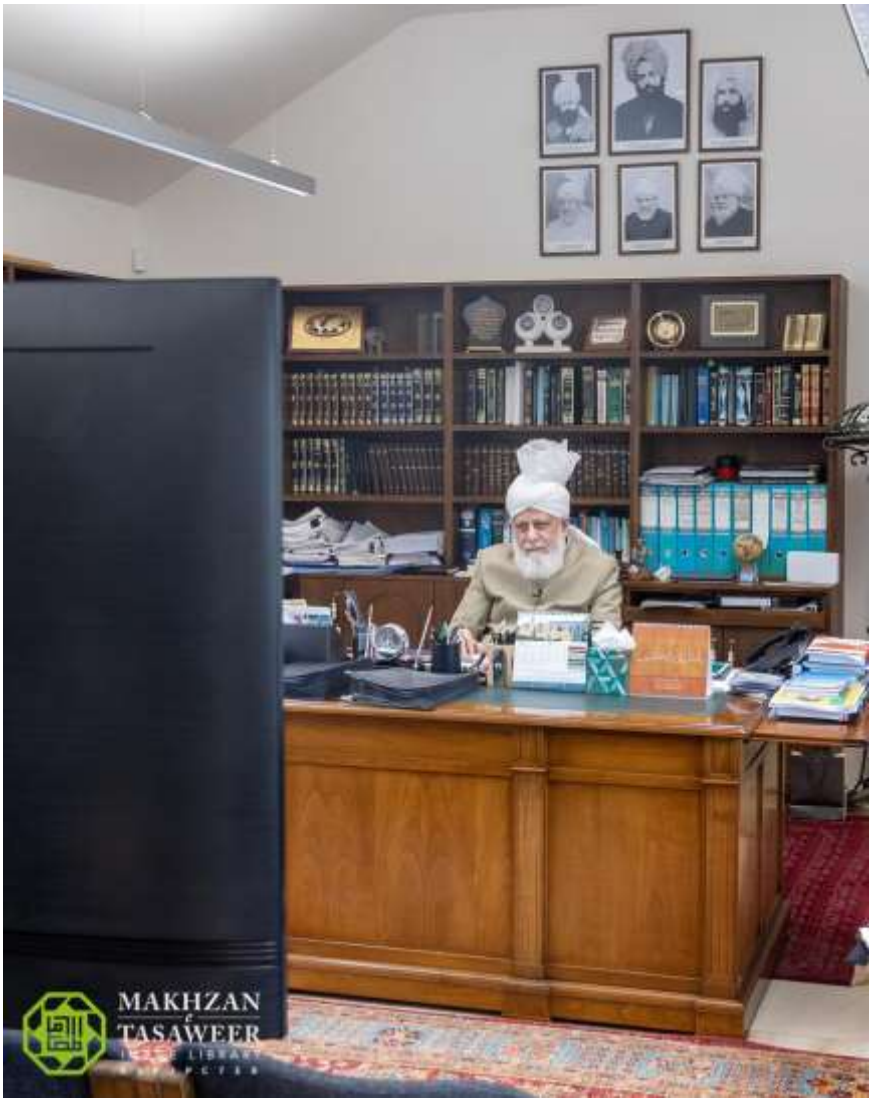

এরপর, হুযূর আকদাস এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বিশ্বজুড়ে সকল সমাজই আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বস্তুবাদের অবারিত উত্থান যা মানবজাতিকে ধর্ম এবং খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিশ্বের কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, বিভ্রান্তকারী শক্তিসমূহের দ্বারা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অনৈতিক ও মন্দ বিষয়াদির ব্যাপক বিস্তার ঘটানোর। ফলস্বরূপ, বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্ম ধর্মপরায়ণ পরিবারগুলোতে জন্ম লাভ করেও নিজ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানবজাতি ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে দুনিয়াবী কামনা-বাসনার পূরণ এবং বস্তুবাদিতার পিছনে ছুটেছে। ... সুতরাং, আমাদের সন্তানদের মাঝেও যেন এমন পরিণতি দেখা না দেয় সে চেষ্টায় তাদেরকে সর্বোত্তম উপায়ে লালন-পালনের উদ্দেশ্যে আমাদের জোর তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে আর এর মধ্যে মায়েদের এক মৌলিক ভূমিকা রয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো যোগ করেন:

"শৈশব থেকেই, মায়েদের উচিত নিজ সন্তানদের সাথে এক গভীর বন্ধন গড়ে তোলা এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। এক মায়ের তার সন্তানের মস্তিষ্কে একথাটি গেঁথে দেওয়ার একটি দায়িত্ব রয়েছে যে, চিরদিন তাদেরকে দুনিয়ার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তাদের কখনোই পার্থিব জগতের চাকচিক্য এবং বাহ্যিকতাপূর্ণ চালচলন দ্বারা প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত হওয়া চলবে না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যখন একজন মানুষ প্রকৃত অর্থেই সকল বিষয়ে তার ধর্মকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট হন, এবং ইবাদতের দাবি পূরণের আর খোদাতা'লার সাথে এক প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তোলার, এবং সর্বোচ্চ নৈতিকতা অবলম্বন এবং ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করার জন্য সংগ্রাম করেন, তখন তিনি অবশ্যই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করেন। উপরন্তু, যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয়ে যায়, তখন কোন ব্যক্তির দুনিয়াবী চাহিদাসমূহও প্রকৃতিগতভাবেই পূরণ হয়ে যায়।"

আরো বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং, অতি অল্প বয়স থেকেই আপনাদের ছেলেমেয়েদের নৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব আপনাদের ওপর ন্যস্ত — আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে রক্ষা করার এটাই পথ আর আমাদের সময়ের এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং, আপনাদের অঞ্চলে উদিত বিভিন্ন স্থানীয় ইস্যু বা সমস্যাদিকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচনা করবেন না। বরং প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো নৈতিকতার ব্যাধি এবং পাপের মোকাবেলা করা, যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে।"

হুযূর আকদাসকে এ প্রশ্নও করা হয় যে, আরব আহমদী নারীদের উদ্দেশ্যে তার বাণী কী।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আরব আহমদী নারী হোক বা অনারব আহমদী নারী, বাণী এটিই যে, আপনাদের সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটিই আপনাদের মান-মর্যাদা হওয়া উচিত এবং এটি আপনাদের বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচয় হওয়া উচিত। মানুষের মাঝে আহমদী নারীদের এই পরিচয় থাকা উচিত যে, তারা এমন যাদের আচরণ, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, কথা এবং সামাজিক মেলামেশা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বোচ্চ মানের। দ্বিতীয়ত, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা এই যে, আহমদী নারীদের নিজ সন্তানদের লালন-পালনের ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আপনাদের নিজ সন্তানদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে শেখানো উচিত এবং তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা উচিত, কেননা কারো মাতা-পিতার দোয়ার এক বিশেষ প্রভাব ও কার্যকারিতা রয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সন্তানদের জন্য দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সব সময় ধর্মের সাথে সংযুক্ত রাখেন এবং তারা যেন কখনো সঠিক পথ হতে বিচ্যুত না হয়। তাদের জন্য বারবার কুরআনের ভাষায় দোয়া করুন, 'ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম' (আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো); আর দোয়া করুন যেন তারা কখনও শয়তানী শক্তিসমূহের দ্বারা বিছানো ফাঁদে পা না দেয়, আর তাদের মনে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে যেন কখনো সন্দেহের উদয় না হয়, আর সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির কোন চিন্তা যেন তাদের মনে কখনো উদয় না হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো যোগ করেন:

"সুতরাং, এটিই সেই পদ্ধতি যার অনুসরণে একজন আহমদী নারীর নিজ সন্তানদের বড় করা উচিত আর এটি একটি অনেক ভারী দায়িত্ব। যদি আহমদী নারীগণ এ দায়িত্ব পরিপূর্ণ করেন, তাহলে তারা মহানবী (সা.)-এর সেই কথার বিকাশস্থল হবেন যে, 'মায়েদের পায়ের তলে সন্তানদের বেহেশত'।"

এক নারী উল্লেখ করেন যে, এমন মুসলিম নারী যারা হিজাব অবলম্বন করেন তাদেরকে প্রায়ই তাদের সমাজের অমুসলিমগণ সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, হিজাব নিয়ে এমন সামাজিক চাপ বহু দেশে বিদ্যমান এবং কতক ইউরোপীয় দেশে মুসলিম নারীদের পর্দা অবলম্বনের অধিকারকে সীমিত করে আইন পাশ করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের সমাজে এমন হতে পারে যে, কেউ আপনাদের (হিজাব অবলম্বনের জন্য) সমালোচনা করে বা বিদ্রুপ করে। কিন্তু এমন আরো কতক দেশ রয়েছে যেখানে হিজাবের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হয়েছে এবং এ সত্ত্বেও, যাদের ঈমান দৃঢ়, তারা এখনো হিজাব অবলম্বন করে চলেছেন। সুতরাং, আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি খোদার আদেশ অনুসরণ করতে চান কিনা এবং তাঁর খাতিরে সকল প্রকার কাঠিন্য এবং বিদ্রূপ আর তীর্যক উক্তি মাথা পেতে নিতে রাজি কিনা, নাকি আপনি শঙ্কিত হয়ে যাবেন এবং লোকে যা বলে তা গ্রহণ করে নিবেন এবং সমাজের গতিধারাকে অনুসরণ করবেন? এটি এমন এক সিদ্ধান্ত যা আপনাকেই নিতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সুতরাং, আপনাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনারা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের সুরক্ষা করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক বন্ধন রচনা করবেন এবং তাঁর নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেন, না সমাজের দ্বারা ভীত হবেন এবং ছোট ছোট সমালোচনার ভয়ে ভীত হয়ে নিজ ধর্মীয় শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবেন? আমি আশা করবো যে, বিশ্বাসী আহমদী নারীগণ এবং মেয়েরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার পর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করবেন — যা বস্তুত সেই শিক্ষা, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, একজন আহমদী নারী যিনি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কাজে নিয়োজিত, কীভাবে নিশ্চিত করবেন যে, তিনি তার পরিবারের প্রতি তার দায়িত্বে অবহেলা করছেন না।

এক বিস্তারিত উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি একজন আহমদী মা পরিবারকে আর্থিকভাবে সমর্থন দেওয়ার প্রয়োজনের কারণে কাজে নিয়োজিত হন, তবে তার এমন কোন কাজ খোঁজা উচিত, যা এমন সময়ে শেষ হয় যেন তিনি তার স্বামী যখন ঘরে ফিরে আসেন এবং তার শিশুরা যখন স্কুল থেকে ফিরে, সেই সময়ে তিনি ঘরে থাকতে পারেন। যদি তা সম্ভব না হয় আর স্কুল থেকে ফেরার সময় বাচ্চাদের স্বাগত জানানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে অন্তত এমন হওয়া উচিত যে, শিশুরা জানবে যে তাদের মা তাদের জন্য কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরের কাপড় পরার পর তাদের খাওয়ার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত থাকে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"একজন মা যিনি কোনো পেশায় নিয়োজিত তাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে। তাকে তার কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পূর্ণ করতে হবে, আবার তাকে তার সন্তানদেরকেও যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তার তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাদের নৈতিক পথ প্রদর্শন করতে হবে আর তাদেরকে নামাজ পড়ার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। যাই হোক না কেন, ঘরের মধ্যে একটি ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"নিজেদের সন্তানদের উপরও দৃষ্টি রাখুন যেন তারা ইন্টারনেটে ক্ষতিকর অথবা অশালীন বিষয়াদি না দেখে। অনুরূপভাবে, সপ্তাহান্তে, মায়ের যত বেশি সম্ভব সময় সন্তানদের সাথে কাটানো উচিত। অবশ্য এটা বাবাদেরও দায়িত্ব যে, তারা যেন ঘরে মায়েদেরকে সাহায্য করেন। এক শক্তিশালী পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে বাবা-মা এবং ছেলে-মেয়েরা একত্রে বসে খোলামেলাভাবে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা এবং মতামত নিয়ে আলোচনা করে। এতে একতাবোধের সৃষ্টি হবে এবং সন্তানদেরকে চিরদিনের জন্য পরিবারের সাথে সংযুক্ত করবে আর এটি জামা'তের সাথেও তাদের বন্ধনকে উন্নত ও সুদৃঢ় করবে।"

আরেকটি প্রশ্নের সম্পর্ক এই বিষয়ের সাথে ছিল যে, এমন এক সময়ে যখন মানুষ খোদা তা'লার ওপর বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রোগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

হুযূর আকদাস পরামর্শ দেন যে, তাদের সন্তানেরা অল্প বয়স থেকেই জামা'তের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে যায়, এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে আহমদী মায়েদের একটি ভূমিকা পালন করতে হবে।

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, মেয়েদের এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়ার অনুষ্ঠানাদি এমনভাবে আয়োজন করা উচিত যা তাদেরকে আকর্ষণ করে এবং যা ইন্টারঅ্যাকটিভ (পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক) হয়ে থাকে। হুযূর আকদাস বলেন যে, ছোটদের জন্য আনন্দ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত এবং তাদেরকে কেবল বক্তৃতা শুনতে বলার পরিবর্তে তাদের মত প্রকাশের এবং নিজেদের দায়িত্বশীল অনুভব করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতে যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **'পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের ওপর অভিভাবক'** তার অর্থ কি এই যে, নারীদের অভিমতের ওপর পুরুষদের অভিমতকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। উত্তরে, হুযূর আকদাস স্পষ্টভাবে বলেন যে, উল্লিখিত আয়াতের অর্থ এটা নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মোটেই না! এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, নারীদের অভিমতের ওপরে পুরুষদের অভিমতের কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। নারীরাও অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বিচারবোধের অধিকারী আর মহানবী (সা.)-এর কয়েকটি সিদ্ধান্ত নারীদের পরামর্শেরই ফল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, [মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী] হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শই ছিল যার ওপর মহানবী (সা.) আমল করেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এ আয়াতের অর্থ কেবল এই যে, একজন পুরুষের ওপর ঘরের দায়িত্ব ন্যস্ত এবং এই কারণে তার ওপর ঘরের খরচাদি নির্বাহের এবং তার বাড়ি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত। ... এ কারণেই এটি ইসলামের শিক্ষা যে, যদি কোন স্ত্রী উপার্জনও করেন, তখন তার স্বামীর তার নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব লাঘব করার জন্য স্ত্রীর উপর ঘরের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন দাবী করা উচিত নয়, এমনকি যদি তার এতে পথ নাও থাকে। আর স্ত্রীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তখনো পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পুরুষের ওপরই ন্যস্ত। আর তিনি এর জন্যও দায়ী যে, পরিবার যেন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পারিবারিক বা দাম্পত্য কলহের বিষয়ে, আমি প্রায়ই আহমদী পুরুষদের বলে থাকি যে, 'পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের ওপর অভিভাবক' আয়াতটি এটিও দাবি করে যে, পুরুষদের উচিত ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে অযথা তর্ক-বিতর্ক না করা। প্রত্যেক পুরুষের ধৈর্য ধরা উচিত এবং দৈনন্দিন বিষয়াদিতে তার স্ত্রীর কথা শোনা উচিত যেন ঘরের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকে। এটিই 'অভিভাবক' শব্দের অর্থ যে, পুরুষের উচিত সন্তানদের নৈতিক চরিত্র গঠনের খাতিরে ঘরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। একজন পুরুষকে তার পরিবারের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিভাবক বানানো হয় নি, বরং তার স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার রক্ষা করার জন্য তাকে অভিভাবক বানানো হয়েছে।"